



12602 - ফজররে কয়কে মনিটি পূর্ব থেকে রোযা শুরু করা বাদিত

প্রশ্ন

কোন এক দেশে লোকেরা বললে রোযা শুরু করার সময় হচ্ছে— ফজররে প্রায় দশ মনিটি পূর্ব থেকে। এ সময় থেকে মানুষ রোযা রাখা শুরু করে এবং পানাহার থেকে বরিত থাকে। তাদের এ কর্ম কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ কর্ম সঠিক নয়।

কেননা আল্লাহতাআলা রোযাদারেরে জন্য ফজর উদতি হওয়া পরসিফুট হওয়া অবধি পানাহার করা বধৈ করছেন। আল্লাহতাআলা বলেন: “আর কালো রাখো থেকে প্রভাতেরে সাদা রাখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতেরে অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরেরে আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

ইমাম বুখারী (১৯১৯) ও ইমাম মুসলিম (১০৯২) ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বলিাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দতিনে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দয়ো পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সে ফজর না হলে আযান দয়ে না’।

ইমাম নববী বলেন:

“এ হাদসি ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য বিষয় জায়যে হওয়ার দলিল রয়েছে।”[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (৪/১৯৯) বলেন:

“এ যামানায় রমযান মাসে ইবাদতেরে ক্ষত্রে সতর্কতা অবলম্বনেরে দোহাই দয়ি ফজররে প্রায় তহেই ঘন্টা পূর্বে দ্বিতীয় আযান দয়ো এবং বাত নিভিনেরে যে প্রথা চালু করা হয়েছে; যে বাতগিলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তরি জন্য পানাহার নষিদিহ হওয়ার আলামতস্বরূপ — সটো নকিষ্ট বাদিত।”[সমাপ্ত]

কোন কোন ক্যালেন্ডারেরে রোযা শুরু করার সময় ফজর হওয়ার ২০ মনিটি পূর্বে নর্ধারণ করা সম্পর্কে শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন:



এটি বিদিত। সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নাই। বরং সুন্নাহ হচ্ছাে এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কতিবাবে বলেন:
“আর কালগে রাখা থকে প্রভাতরে সাদা রাখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতরে অন্ধকার চলে গিয়ে ভোররে আলগে উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তগেরা পানাহার কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় বলিাল রাত থাকতে আযান দয়ে / অতএব তগেরা ইবনে উম্মে মাকতুমরে আযান শূনা পর্যন্ত তগেরা পানাহার কর / কেননা সগে ফজর না হলে আযান দয়ে না”। রগেয়া শুরু করার ক্ষত্রে কছি লগে আল্লাহ্ তাআলাকু ফরয করছগে তার চয়ে যগে সময় বাড়াছগে এটি বাতলি এবং আল্লাহ্ র ধর্মে বাড়াবাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছগে:
“বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল / বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল / বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল।” [সহহি মুসলমি (২৬৭০)]

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।